## অনুপ্রেরণা

এ বছর শান্তিতে নোবেল পেলেন পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই এবং ভারতের কৈলাস সত্যার্থী। আমার মনে হয়েছে, বেশ কয়েক বছরের মধ্যে শান্তিতে নোবেলের জন্য এবারের মনোনয়নই সেরা। দুজনের মধ্যে মিলও অনেক। মালালা তালেবানদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নারীশিক্ষা বিস্তারে পাকিস্তানের মতো রক্ষণশীল সমাজে কাজ করে যাচ্ছেন। এজন্য তাকে তালেবানদের গুলির নিশানাও হতে হয়েছে। অন্যদিকে শিশু অধিকার রক্ষায় প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করছেন কৈলাস। তাকেও অনেকবার হামলার শিকার হতে হয়েছে। নিহত হয়েছেন তার একাধিক সহকর্মী। শিশু পাচার রোধে এই উপমহাদেশে কৈলাস এক সাহসী কণ্ঠস্বর। তারা দুজনেই আমাদের অনুপ্রেরণা।

**তানিয়া আক্তার**
শ্যামপুর, ঢাকা

### অন্ধকার থেকে মুক্তি চাই

বিদেশের অর্থে অনেক এনজিও ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে কাজ করলেও যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে, তাতে এসব উদ্যোগ মোটেও যথেষ্ট নয়। সরকার যতই বলুক না কেন দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ছে, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বরং আগের থেকে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিগুলোতে শিক্ষার মান কমেছে। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে নিজ নিজ কোচিং ব্যবসায় ব্যস্ত। শিক্ষা যদি আমাদের দেশের মানুষকে শিক্ষার আলোয় সুশৃঙ্খল মানুষ তৈরি করতে পারে তবেই হবে আমাদের দেশের সুখ-শান্তি ও উন্নতি। সিংহভাগ মানুষকে অশিক্ষিত রেখে দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা বোকামি।

**মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী**
ফরিদাবাদ, ঢাকা

### মেধা হোক সৃজনশীলতার চালিকাশক্তি

আপনার মধ্যে যখন আদব-কায়দা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মূল্যবোধ থাকবে তখন আপনার মেধা অবশ্যই সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাবে। কিন্তু আপনি যখন হীন উদ্দেশ্যে মেধাকে ব্যবহার করবেন তখন তা আর শিল্পকর্ম সৃষ্টির হাতিয়ার নয়– হয়ে যায় ধ্বংসের হাতিয়ার। নিন্দুকেরা তামাশা করে বলেন, ঢাকা শহরে নাকি কাকের চেয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকের সংখ্যা বেশি। আমি তাতে উদ্বিগ্ন হই না। খারাপ কি! যত শিল্পী ততই তো মঙ্গল। আমার ভয় অন্যখানে, শিল্পীর চেয়ে বখে যাওয়াদের সংখ্যা বেশি না হয়ে যায়! আশা করি নবীন প্রজন্মের সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকরা এই আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করবেন।

**কানিজ ফাতেমা**
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

### চাই জ্ঞানপিপাসু শিক্ষক

একজন প্রকৃত শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর চেয়েও বড় শিক্ষার্থী। একজন শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের পড়াশোনা অনেক বেশি এবং আরো গভীর। শিক্ষককে সব সময় এগিয়ে থাকতে হয়। তাই দেশ-বিদেশে কী ঘটছে সে সম্পর্কেও শিক্ষককে সচেতন থাকতে হয়। একজন শিক্ষক প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। বিস্তর পড়াশোনার মাধ্যমে তিনি সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন। কিন্তু আজকাল আমরা কী দেখি? বিস্তর পড়াশোনা তো দূরের কথা, অনেক শিক্ষক নিজের নির্ধারিত ক্লাস নিয়েও হোমওয়ার্ক করেন না। থাকে না কোনো প্রস্তুতি। এমন শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা কী অর্জন করবেন? দেশ গঠনে তাই জ্ঞানপিপাসু শিক্ষকদের একান্ত প্রয়োজন।

**পবন সরকার**
নবাবগঞ্জ, ঢাকা

### আক্ষেপ কেন

অঝোরে না হলেও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো আমার মনেও মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন উঁকি দিত। প্রশ্নগুলো অনেকের মনেই উদয় হয়। প্রশ্নগুলো এ রকম, 'নীতিবান হয়ে কী পেলাম?', 'প্রগতিশীলতা আমাকে কী দিয়েছে?', 'উদার হয়ে কী পেয়েছি?', 'সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে জুতোর তলা ক্ষয় করে কী লাভ হলো?' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন উল্টো প্রশ্ন করি– কী পাননি? মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন; সম্মান পেয়েছেন; নিজের স্বাধীনতা অটুট আছে; কারো কাছে হাত পাততে হয় না; নিজের মতো করে নিজেকে গড়ে তুলতে পেরেছেন; সব উত্তরই হ্যাঁ সূচক। তাহলে কী পাওয়া বাকি? গাড়িবাড়ি? সম্পত্তি? অর্থ? ভোগবিলাস? বুকে হাত রেখে বলুন তো এসব পেতেই কি নীতিবান-প্রগতিশীল-সত্যবাদী-উদার হয়েছিলেন? তাহলে আক্ষেপটা কিসের?

**আমান আহমেদ**
মিরপুর, ঢাকা

### ধর্ম পালনের অধিকার থাকা চাই

খুঁটিয়ে, খুঁচিয়ে সাম্প্রদায়িকতার রক্ত ও পুঁজ বের করা একদল মানুষের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সবকিছুতেই সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পায়। ধর্মহীনতাই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। ধর্মকে হটানোর অভিযানকে আমি অসাম্প্রদায়িক চেতনা বলতে নারাজ। ধর্ম পালন করার অধিকার থাকতে হবে। কিন্তু অনেক শিক্ষিত মানুষও অসাম্প্রদায়িকতার নামে ধর্মকে গালাগাল করেন। এতে যারা ধর্ম পালন করেন, তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় বলে আমি মনে করি। যারা গালাগাল করে তারাই আবার স্বাধীনতা-অধিকার-সাম্যের কথা বলে। তাদের আচরণ মৌলবাদীদের চেয়েও খারাপ।

**শাহনাজ বরকতউল্লাহ**
তেজগাঁও, ঢাকা

### সব তামাশা বিনোদন দেয় না

ঈদের অনুষ্ঠানমালার ভিড়ে টিভিতে এক ভিন্নধর্মী তামাশা দেখলাম। ঈদুল আজহা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

## স্ন্যাপশট

### বন্দি জীবন

ছবি : নাইম শোভন শুভ্র, *মিরপুর, ঢাকা*

মোহাম্মদ নাসিমের মনে হয়েছে, রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় হাসপাতালের সামনে গরুর হাট বসতে দেয়া ঠিক হয়নি। তিনি এজন্য সিটি করপোরেশনের এক প্রশাসককে দায়ী করেছেন এবং তার অপসারণ দাবি করেছেন। কিন্তু যে আওয়ামী লীগ নেতা হাট ইজারা নিয়েছিলেন, তার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এড়িয়ে যান। গাছের গোড়া কেটে পানি ঢাললে কোনো লাভ হয় না। সাধারণ জনগণও তা জানে। তারা এও জানে, কারা গোড়া কাটছে এবং কারাইবা উপর থেকে পানি ঢেলে দিচ্ছে।

**কায়সার হামিদ**
শিবপুর, নরসিংদী

## জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

আমাদের প্রজন্মই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব টের পাচ্ছে। ঋতুগুলো যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে তা সহজেই বোঝা যায়। বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি নেই। কোথাও অসময়ে বন্যা। কোথাও ঘূর্ণিঝড়। কোথাও ভয়াবহ গরম। বরফ গলে বেড়ে যাচ্ছে পানি। অন্যদিকে মরুভূমির আয়তন বাড়ছে। ইদানীং তীব্র গরম পড়ছে। আশ্বিন মাসের শেষদিকে এত গরম পড়ার কথা নয়। কিন্তু তীব্র গরমে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। হিট স্ট্রোকের মতো স্বাস্থ্যসমস্যাও দেখা দিচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কী অপেক্ষা করছে কে জানে। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তাই বাড়তেই থাকে।

**মামুন খান**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## নারী উন্নয়নে বরাদ্দ

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য, নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও সে টাকা ব্যবহার করতে পারছে না সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং নারী উদ্যোক্তাবিষয়ক বিভিন্ন সংগঠন। চলতি অর্থবছরে এ খাতে প্রায় ৩শ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু গত অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ১০ কোটি টাকা। অথচ বাস্তবে আমরা তো দেখি বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা টাকা পাচ্ছেন না। তারা চড়া সুদে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণে বাধ্য হন। অনেকের পক্ষে সে ঋণ নেয়াও সহজ হয় না। ফলে অনেক উদ্যোক্তাই হতাশ হয়ে পড়েন। নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন এবং সরকারকে এ ব্যাপারে যৌথভাবে কর্মপরিকল্পনা করতে হবে।

**আনোয়ার হোসেন**
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

## বিশেষ অনুষ্ঠানও অনাকর্ষণীয়

ঈদুল আজহা উপলক্ষে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠানের পরিধি বেশ লম্বা। ৭-৮ দিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানমালা চলে। ১০-১২ বছর আগে এত টিভি চ্যানেল ছিল না। তখনকার সীমিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে এখনকার অজস্র অনুষ্ঠানের তুলনা করলে একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তা হলো, অনুষ্ঠানের মান। এত টিভি চ্যানেল এবং এত 'ক্রিয়েটিভ হেড' থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে অনুষ্ঠানের মান নিম্নগামী। বিশেষ দিনগুলোতেও বিশেষ কিছু দিতে পারছে না তারা। নাটকগুলো একঘেয়ে, টকশোগুলো (সাক্ষাৎকারসহ) বিরক্তিকর। তবে এবার কয়েকটি নিউজ চ্যানেলের কিছু বিশেষ তথ্যচিত্র প্রশংসনীয় ছিল।

**সাগর চৌধুরী**
বনানী, ঢাকা

## কাজের চেয়ে কথা বেশি

আমরা কথা বেশি বলি। কোন দেশের মানুষ কাজের চেয়ে কথা বলে বেশি– এ নিয়ে যদি জরিপ চালানো হয় তাহলে বাংলাদেশ এক্ষেত্রেও চ্যাম্পিয়ন হবে বলে আমার ধারণা। কথারও মূল্য আছে। কিন্তু আমরা মূল্যবান কথা বলি কি? আমাদের সিংহভাগ কথাই অকাজের। কথায় শুভ কিছু তো হয়ই না; বরং অনেক ক্ষেত্রে অমঙ্গল ডেকে আনে তেমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। এখানেই শেষ নয়, আরেক সমস্যা– আমরা শুনি না, শুধু বলতে চাই। ঘর থেকে শুরু করে সংসদ– সবখানে শুধু কথা আর কথা। এসব কথায় যদি সামান্য কাজও হতো তাহলে বাংলাদেশের চেহারাটা আরো ভালো হতে পারত।

**সোহরাব আহমেদ**
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

## মানুষের চাপে ঢাকা

ঈদের ছুটিতে ঢাকা ফাঁকা হয়ে যায় কেন? কারণ ঢাকায় যারা বাস করেন, তাদের অধিকাংশের স্থায়ী নিবাস ঢাকার বাইরে। অনেকের বাড়ি গ্রামে, অনেকের নিবাস অন্যান্য জেলা শহরে। ছুটিতে তারা তাদের মূল ঠিকানায় ফিরে যান বলেই ঢাকা খালি হয়ে যায়। অর্থাৎ যাদের আদি নিবাস ঢাকার বাইরে, কিন্তু জীবিকার কারণে ঢাকায় বসবাস করছেন, তাদের জন্য যদি তাদের আদি নিবাসেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে ঢাকার ওপর চাপ কমত এবং সব সময়ই ঢাকা ফাঁকা থাকত। আমরা সব সুযোগ-সুবিধা ঢাকাকেন্দ্রিক করে ফেলেছি। বিকেন্দ্রীকরণ না করা গেলে মানুষের চাপে ঢাকা দিন দিন শেষ হয়ে যাবে।

**আনোয়ারা পারভীন**
আরামবাগ, ঢাকা

## চবির হল খুলে দেয়া উচিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহতভাবে ধর্মঘট চলছে। অনেকে বলছেন এটি শিবিরের ধর্মঘট। হতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্যে শিবির নেই। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যানারেই আমরা ধর্মঘট পালিত হতে দেখছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বেশ কয়েকটি ছাত্রনিবাস বন্ধ করে দিয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের অভিযোগ, ৬টি হলের মধ্যে ৩টি হলই কর্তৃপক্ষ বৈধ ছাত্রদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। হল বন্ধ অবস্থাতেই চলছে পরীক্ষা ও ক্লাস। বৈধ সাধারণ ছাত্ররা বিপাকে পড়েছেন। হল খুলে দেয়ার দাবিতে নতুন করে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ছাত্রদের এই ন্যায্য দাবির সঙ্গে আমি একমত।

**মাহফুজা রহমান**
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

## আইনটির যথাযথ প্রয়োগ নেই

বোনকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বখাটেদের হাতে খুন হতে হলো ভাইকে। সম্প্রতি রাজধানীর ভাসানটেক এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। আমরা যৌন হয়রানিবিষয়ক আইন কঠোর করেছি, কিন্তু আইনটির যথাযথ প্রয়োগ করতে পারিনি বলেই এ ধরনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। আমরা জানি, যৌন হয়রানির অভিযোগ গ্রহণ করতে পুলিশ বরাবরই উদাসীন। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকেই থানায় গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয়। তাই মানুষ অভিযোগ করতে নিরুৎসাহিত হয়। ফলে বখাটে ও মাস্তানদের স্পর্ধা বেড়ে যায়। আইনটি সম্পর্কে সচেতনতার অভাবও প্রকট।

**শামীম খন্দকার**
কাপাসিয়া, গাজীপুর

## টাকার জোর

আজকাল মনে হয় টাকা হলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। টাকা আছে মেধা নেই? কোনো সমস্যা নেই, তারপরও 'অভিনেতা' হওয়া যায়, 'জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী' খেতাব পাওয়া যায়। চেতনা, প্রেরণা, শিক্ষা, প্রজ্ঞা, মনন ইত্যাদি যেন কিছুই নয়। তবে হ্যাঁ, সংবাদমাধ্যমের স্পটলাইটের নিচে থাকা চাই। টাকা থাকলে তাও সম্ভব। টাকা থাকলে নিজের জন্য একটি আস্ত টিভি চ্যানেলই কিনে নেয়া যায়, অন্য কোথাও যেতে হবে না। বর্তমান পরিস্থিতি এমন মানসিকতাই তৈরি করে।

**নিবারণ চক্রবর্তী**
বাসাবো, ঢাকা

## অনলাইনভিত্তিক অর্থনীতি জরুরি

বাংলাদেশের অনলাইন মার্কেট প্লেসকে নীতিমালার মধ্যে আনা দরকার। এ বিষয়ে সুদূরপ্রসারী মহাপরিকল্পনা করার এখনই সময়। অনলাইন মার্কেট প্লেস আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। এক্ষেত্রে ভারত তার আশপাশের সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনলাইনভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা অপরিহার্য। আর এজন্যই অনলাইন অর্থনীতি নিয়ে এখন থেকেই সিরিয়াস হতে হবে। আমরা সবকিছুই সবার পরে বুঝি। আমরা যখন অনলাইন অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করব তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ বিষয়ে কাজ করতে পারে।

**মামুন সরকার**
সাভার, ঢাকা

পাঠক ফোরামে লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা
*পাঠক ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০*
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল : info.shaptahik2000@gmail.com